প্রথম আলো

তারিখ ... 06 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...৩...

মন্ত্রিসভায় দুটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন

পদ সৃষ্টি, নিয়োগ ছাড়াও বিভাগ খুলতে আচার্যের অনুমতি লাগবে

বিশেষ প্রতিনিধি ●

শিক্ষকের পদ সৃষ্টি, নিয়োগ, পদোন্নতি ও নতুন বিভাগ খোলার ক্ষেত্রে আচার্যের অনুমোদন নেওয়ার বিষয়টি সংযোজন করে দুটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইনের খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা।

গতকাল সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে দুটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়োগ, পদোন্নতি ও বিভাগ খোলার প্রসঙ্গ ওঠে। এর ওপর প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার সদস্যরা প্রায় এক ঘণ্টা আলোচনা করেন। এ সময় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার ওই বৈঠকে 'চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৫' এবং 'রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৫'-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়।

বৈঠকে অংশ নেওয়া একাধিক মন্ত্রী জানান, সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আন্দোলন নিয়ে গতকালও প্রধানমন্ত্রী কথা বলেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন মন্ত্রী জানান, গত রোববার প্রধানমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষকদের আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি, যথেষ্ট আর্থিক সুবিধা দেওয়া, শিক্ষক ও সচিবদের কাজের ধরনে পার্থক্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে যেসব কথা বলেছিলেন, প্রসঙ্গক্রমে সেগুলো উল্লেখ করেন।

বৈঠক সূত্রমতে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে খোঁজখবর নিতে গিয়ে সরকার জানতে পারে, নিয়োগ ও পদোন্নতিতে

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

বিভাগ খুলতে আচার্যের অনুমতি লাগবে

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিভিন্ন অনিয়ম হচ্ছে। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষকের চেয়ে অধ্যাপক বেশি হওয়ার কথা আলোচনায় আসছে। কিছু বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বাজেট মানছে না এবং নিয়োগের বেলায় নিয়মনীতির তোয়াক্কা করছে না। এসব আলোচনার একপর্যায়ে সিদ্ধান্ত হয়, আচার্যের অনুমোদন নিয়ে এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নির্দিষ্ট বাজেট ও পদের মধ্যে চলতে হবে। নইলে এর দায় কে নেবে? বাস্তব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গতকালের সিদ্ধান্ত এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এমন সিদ্ধান্ত নিতে চাইলে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরিবর্তন করতে হবে। তবে সবাইকে নির্দিষ্ট বাজেট ও জনবলের মধ্যে চলতে হবে। ইচ্ছামতো নিয়োগ নিয়ে অনেকেই ঝামেলা তৈরি করছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী।

এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে দেশে চিকিৎসা বিষয়ে উচ্চশিক্ষার বিদ্যাপীঠের সংখ্যা হবে তিন। ১৯৯৮ সালে ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিসিন অ্যান্ড রিসার্চকে (পিজি হাসপাতাল) বাংলাদেশের প্রথম চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোশাররফ হোসাইন ভূঁইঞা বলেন, এর আগে অনেক সময় তাড়াহুড়া করে বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুমোদন হয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে, সংবিধি অনুমোদন করেছে সিন্ডিকেট। কিন্তু এখন রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে সংবিধি করতে হবে।

বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব সাংবাদিকদের বলেন, এ দুটি আইনের মাধ্যমে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে দুটি নতুন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হবে। রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মেডিকেল কলেজগুলো এ দুই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হবে।

সচিব জানান, শুরুতে চট্টগ্রাম ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার প্রস্তাব থাকলেও পরে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলাদা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠদান হবে। নার্সিংয়ের বিষয়ে স্নাতক কোর্সও থাকবে। দুটি আইন হুবহু একই রকম।

জানা গেছে, বৈঠকে গুলি করে এক শিশুকে আহত করার ঘটনায় গাইবান্ধার আওয়ামী লীগের সাংসদ মনজুরুল ইসলাম ওরফে লিটনের প্রসঙ্গ উঠলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে এবং সে পলাতক রয়েছে। তার অস্ত্রের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। ওটা জামায়াত-অধ্যুষিত এলাকা, কিন্তু তাই বলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।

বিএনপির নেতা আবদুল মঈন খানের সঙ্গে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের বৈঠকের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এমন ঘটনা যে ঘটবে, তা ওই নেতার বক্তব্য থেকে আন্দাজ করা গিয়েছিল। অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় দুই বিদেশি হত্যার ঘটনায় বিএনপি-জামায়াতের মদদ থাকার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

মানি লন্ডারিং অধ্যাদেশ : 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১৫' অধ্যাদেশ হিসেবে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। এটি 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০১৫' হিসেবে বিবেচিত হবে। এ মাসের ১১ ও ১২ অক্টোবর 'এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অব মানি লন্ডারিং' বাংলাদেশ সফর করবে। তারা এ ব্যাপারে বাংলাদেশের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মূল্যায়ন করবে। সফরকারী প্রতিনিধিদলকে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে বাংলাদেশের অগ্রগতি দেখাতে আইনটি অধ্যাদেশ আকারে অনুমোদন করেছে মন্ত্রিপরিষদ। এখন সংসদ অধিবেশন না থাকায় এটি আইন আকারে পাস করা সম্ভব নয়।

বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, জরুরি বিবেচনায় অধ্যাদেশ আকারে অনুমোদন করা হয়েছে। সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে এর অনুমোদন নেওয়া হবে।

বৈঠকে সফল সফর এবং পুরস্কারপ্রাপ্তির জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়।